



98134 - ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি শুনছি 'গণতন্ত্র' ইসলাম থেকে নেয়া হয়েছে। এ কথাটা কি ঠিক? গণতন্ত্রের পক্ষে প্রচারণা করার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ। এক:

ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র) আরবী শব্দ নয়। এটি গ্রিক ভাষার শব্দ। দুটি শব্দরে সমন্বয়ে শব্দটি গঠিত: Demos অর্থ-সাধারণ মানুষ বা জনগণ। আর দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে-KRATIA অর্থ-শাসন। অতএব, ডেমোক্রেসি শব্দরে অর্থ হচ্ছে-সাধারণ মানুষের শাসন অথবা জনগণের শাসন।

দুই:

গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি তন্ত্র। এই তন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে অথবা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি (পার্লামেন্ট সদস্য) এর হাতে অর্পণ করা হয়। তাই এ তন্ত্রের মাধ্যমে গায়রুল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়; বরং জনগণ ও জনপ্রতিনিধি শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ তন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদে সকলে একমত হওয়ার দরকার নেই। বরং অধিকাংশ সদস্য একমত হওয়ার মাধ্যমে এমন সব আইন জারী করা যায় জনগণ যসেব আইন মনে চলতে বাধ্য; এমনকি সে আইন যদি মানব প্রকৃতি, ধর্ম, বিবিকে ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবুও। উদাহরণতঃ এই তন্ত্রে অধীনে গর্ভপাত করা, সমকামতা, সুদী মুনাফার বিধান ইত্যাদি জারী করা হয়েছে। ইসলামি শাসনকে বাতলি করা হয়েছে। ব্যভিচার ও মদ্যপানকে বৈধ করা হয়েছে। বরং এই তন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে প্রতিহত করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবে জানিয়েছেন, হুকুম বা শাসনের মালিক একমাত্র তিনি এবং তিনিই হচ্ছেন- উত্তম হুকুমদাতা বা শাসক। পক্ষান্তরে অন্যকে তাঁর শাসনে অংশীদার করা থেকে নিষেধে করছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর চয়ে উত্তম বিধানদাতা কউে নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন (ভাবানুবাদ): “অতএব, হুকুম দেওয়ার অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর জন্ম” [সূরা গাফরে, আয়াত: ১২] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আল্লাহ কি হুকুমদাতাদের শ্রেষ্ঠ নন?” [সূরা ত্বীন, আয়াত: ০৮] তিনি আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “বলুন, তারা কতকাল অবস্থান করছে- তা আল্লাহই ভাল জানে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গায়বে



বসিয়রে জ্ঞাণন তাঁরই কাছে রয়ছে। তনিকিত চমৎকার দখেনে ও শনেনে! তনিকিত তাদরে জন্য কনে সাহায্যকারী নই। তনিনিজি হুকুমে কাউকে অংশীদার করান না।”[সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৬] তনি আরও বলনে (ভাবানুবাদ): “তারা কি জাহলেয়াতরে হুকুম চায়? বশ্বাসীদরে জন্যে আল্লাহর চয়ে উত্তম হুকুমদাতা আর ক?”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৫০]

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলরে স্রষ্টা। তনিকি জাননে, কোন বধিন তাদরে জন্য উপযুক্ত; কোন বধিন তাদরে জন্য উপযুক্ত নয়। সব মানুষরে ববিকে-বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও অভ্যাস এক রকম নয়। নিজরে জন্য কোনটা উপযোগী মানুষ সটোই তো জানে না; থাকতো অন্যরে জন্য কোনটা উপযুক্ত সটো জানবে। এ কারণে য়ে দেশেগুলোতে জনগণরে প্রণীত আইনে শাসন চলছে সে দেশেগুলোতে বশ্বিঙ্খলা, চারিত্রিকি অবক্ষয়, সামাজিকি বপির্যয় ছাড়া আর কিছু দখো যায় না।

তবে কিছু কিছু দেশে এ তন্তরটিকি নছিক একটি শ্লোগান ছাড়া আর কিছু নয়; যার কোনরূপ বাস্তবতা নই। এ শ্লোগানরে মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দয়ো উদ্দেশ্যে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সহযোগীরাই হছ- আসল শাসক এবং জনগণ হছ- তাদরে করদ। এর চয়ে বড় প্রমাণরে আর কি প্রয়োজন আছে, শাসকবর্গ যা অপছন্দ করে ডেমোক্রেসেতি যদিকি এমন কিছু থাকে তখন তারা সটোকে পায়রে নীচে পষিট করে। নরিবাচনে কারচুপি, স্বাধীনতা হরণ, সত্য কথা বললে টুটি চপে ধরা ইত্যাদিকি এমন কিছু বাস্তবতা যা সকলরে জানা; এগুলো সাব্যস্ত করার জন্য কোন দললিরে প্রয়োজন নই। দিনরে অস্ততিব সাব্যস্ত করার জন্য যদিকি দললি লাগে তাহলে ববিকে আর কিছু ধরবে না।

‘মাউসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহবে আল-মুআসরো’ গ্রন্থ (২/১০৬৬) তে এসছে-

পারলামেন্টারি ডেমোক্রেসে: এটিকি এমন একটি গণতন্তরিকি শাসনব্যবস্থা যাতো জনগণরে নরিবাচতি প্রতিনিধিবর্গরে নরিবাচনে গঠতি পরষিদরে মাধ্যমে জনগণ শাসনকার্য পরচালনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগণ বশ্বিষে কিছু ক্ষেত্রে বশ্বিষে কিছু প্রক্রিয়ায় শাসনকার্যে সরাসরি হস্তক্ষেপে করার অধিকার রাখে। সে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়ছে-

১. ভোট দেওয়ার অধিকার: জনগণরে কতপিয় ব্যক্তিবর্গ কোন একটি আইনরে বসিতারতি বা সংক্ষিপ্ত বলি উত্থাপন করে। এরপর পারলামেন্ট কমটি সটোর উপর আলোচনা করে ও ভোট দেয়।

২. গণভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন পারলামেন্টরে অনুমোদনরে পর জনগণরে রায় প্রকাশ করার জন্য পশে করা।

৩. না-ভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন প্রকাশ করার নরিদ্ষিট কিছু সময়রে মধ্যে সংবধিন কর্তৃক নরিধারতি সংখ্যক লোকরে পক্ষ থেকে এ আইনরে বরিদ্বধে আপত্তি জানানোর অধিকার। যাতো করে এ আপত্তিরি ফলে গণভোটরে মাধ্যমে সমাধান করা যায়। যদিকি হ্যাঁ-এর পক্ষে বশে ভোট পড়ে তাহলে আইনটিকি কার্যকর করা হয়। আর যদিকি না-এর পক্ষে বশে ভোট পড়ে তাহলে সটো বাতলি করা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল সংবধিন এ নিয়মে চলছে। কোন সন্দহে নই



গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও আইনপ্রণয়ন অধিকারের ক্ষেত্রে একটিনিব্ধ শরিকের স্বরূপমাত্র। যহেতে এ প্রক্রিয়ায় স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর আইন প্রণয়ন করার একক অধিকারকে ক্షুণ্ণ করা হয় এবং মাখলুককে এ অধিকার প্রদান করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নছিক কিছু নামেরে ইবাদত কর, সগেলতে তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বধিান দেওয়ার অধিকার নহে। তিনি আদশে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করতে না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫৭] সমাপ্ত।

তনি:

অনকে মানুষ ধারণা করে, ডেমোক্রেসি মানবে- স্বাধীনতা, মুক্ততা! এটি একটি ভুল ধারণা। যদিও ‘স্বাধীনতা’ ডেমোক্রেসির উদ্ভাবিত একটি পণ্য। আমরা এখানে স্বাধীনতা বলতে বুঝতে চাই: বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চারিত্রিক স্থলনের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলামী সমাজের উপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব অনেকে। এ প্রভাব মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে রাসূলগণ, তাদের রসিলাত, কুরআন, সাহাবায়েরে উপর দোষারোপ করার পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্বাধীনতার নামে বেপের্দা, বহোয়াপনা, খারাপ ছবি ও ফিল্ম অনুমোদন দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এভাবে এর তালিকা লম্বা হতেই থাকে। এ সবগুলো উম্মতেরে দ্বীনদারি ও চরিত্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা। পৃথিবীর নানা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে যে স্বাধীনতার দিকে আহ্বান জানায় সে স্বাধীনতা আবার সবক্ষেত্রে নয়। বরং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির শিকলে এ স্বাধীনতা আষ্টপ্শ্ঠে বাঁধা। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে তারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনকে দোষারোপ করা অনুমোদন করে; কিন্তু ‘নাৎসদেরে ইহুদিনিধি’ নিয়ে কথার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নষিধে। বরং যে ব্যক্তি এ হত্যাযজ্ঞকে অস্বীকার করে তাকে শাস্তি দেয়া হয়, জলে পুরা হয়। অথচ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা; এটাকে যে কেউ অস্বীকার করতেই পারে।

যদি আসলেই তারা স্বাধীনতার আহ্বায়ক হতো তাহলে তারা ইসলামী রাষ্ট্রেরে জনগণকে নিজদেরে সদিধান্ত নিজদেরেকে নয়োর সুযোগ দলি না কেনে?! কেনে তারা মুসলমানদেরে দেশগুলোকে উপনিবেশে বানাল, তাদেরে ধর্ম ও বিশ্বাস পরবির্তনেরে পদক্ষেপে গ্রহণ করল? ইতালিয়ানরা যখন লবিয়ার জনগণকে হত্যা করছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল? ফ্রান্স যখন আলজেরিয়াতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল অথবা ইতালিয়ানরা মশিরে গণহত্যা চালাচ্ছিল বা আমেরিকানরা যখন আফগান ও ইরাকে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল?

এসব স্বাধীনতার দাবীদারদেরে নকিটেও স্বাধীনতা কতগুলো নিয়ম-কানুন দ্বারা শৃঙ্খলিত; যমেন-

১- আইন: কোন মানুষেরে এ অধিকার নহে যে, সে রাস্তাততে সাধারণ চলাচলেরে বপিরীত দিকে চলবে বা গাড়ী চলাবে। অথবা লাইসেন্স ছাড়া কোন দোকান-পাট খুলবে। যদি সে বলে আমি স্বাধীন; কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপেও করবে না।



২- সামাজিক প্রথা: উদাহরণতঃ কোন নারী সাগর যাপনরে পোশাক পরে কোন মৃতব্যক্তির শোকাহত বাড়ীতে যতে পারে না! যদি বলে আমি স্বাধীন, মানুষ তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছলিষ করবে, তাড়িয়ে দবি। কারণ এটি প্রথার বিপরীত।

৩- সাধারণ রুচিবোধ: উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি মানুষরে সামনে বায়ু ত্যাগ করতে পারে না! এমনকি ঢেকুর তুলতে পারে না। যদি সে বলে, আমি স্বাধীন, তাহলে মানুষ তাকে হয়ে প্রতাপিন্ন করে।

এখন আমরা বলতে চাই:

তাহলে আমাদের ধর্মরে কনে এ অধিকার থাকবে না যে, আমাদের স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলতি করবে। যমেন- তাদের স্বাধীনতা বেশে কিছু বিষয় দ্বারা শৃঙ্খলতি হয়েছে যে বিষয়গুলোকে তারা অস্বীকার করতে পারে না?! কোন সন্দেহে নই ইসলাম ধর্ম যা নিয়ে এসছে এর মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ ও মানুষরে জন্ম উপকার। নারীকে বেপেদা হতে নিষেধে করা, মদপানে বারণ করা, শুকুর খতে নিষেধে করা ইত্যাদি সব মানুষরে শারীরিক, মানসিক ও জবৈনিক কল্যাণই। কিন্তু ধর্ম যদি তাদের স্বাধীনতাকে বিধিবিদ্ধ করে তখন তারা সটো প্রত্যাখ্যান করে। আর যদি তাদের মত অন্য কোন মানুষ বা অন্য কোন আইনরে পক্ষ থেকে আসে তখন তারা বলে “শুনলাম ও মানলাম”।

চার:

কিছু মানুষ ধারণা করে- ডেমোক্রেসে শব্দটা ইসলামে ‘শুরা’ শব্দরে প্রতিশব্দ। এটি কয়কেটি কারণে ভুল। কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. শুরা বা পরামর্শ করা হয় নতুন কোন বিষয় নিয়ে, এমন বিষয়ে যে বিষয়ে কুরআন-হাদিসরে বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে ‘জনগণরে শাসন’ এ ধর্মরে অকাট্য বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। এরপর হারামকে হারাম ঘোষণা করা হয় না, হালাল অথবা ওয়াজবিকে হারাম ঘোষণা করা হয়। এসব আইনরে বলে মদ বক্রিরি বধৈতা দয়ো হয়েছে। ব্যভিচার ও সুদরে বধৈতা দয়ো হয়েছে। এসব আইনরে মাধ্যমে ইসলামি সংস্থাগুলো ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের তৎপরতাকে কণেঠাসা করা হয়েছে। এ ধরণরে কণেঠাসাকরণ ইসলামি শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। শুরা পদ্ধতিতে এমন কোন সিদ্ধান্ত নয়োর কোন সুযোগ আছে কি?!

২. শুরা কমটি গঠতি হয় এমন ব্যক্তিবর্গদের সমন্বয়ে যাদের মধ্যে ফকিহ, ইলম, সচতেনতা ও চরতির ইত্যাদি একটি উন্নত মান বিদ্যমান থাকে। কারণ চরতিরহীন ব্যক্তি বা বোকোর সাথে পরামর্শ করা যায় না; আর কাফরে বা নাস্তিকিরে সাথে পরামর্শ তো আরও দূরে কথা। পক্ষান্তরে ডেমোক্রেটিকি পার্লামেন্টে: পূর্ববক্ত গুণগুলোর কোন বিবেচনা নই। একজন কাফরে, দুর্নীতিবিজ, নরিবোধ ব্যক্তিও পার্লামেন্ট সদস্য হতে পারবে। সুতরাং শুরার সাথে এ তন্ত্ররে কি সম্পর্ক?!



৩. শাসক শুরার সদিধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। হতে পারে শুরা কমটির একজন সদস্য যবে পরামর্শ দয়িচ্ছেনে তার দললিরে বলষ্টিতার কারণে তিনি সটোই গ্রহণ করবনে। অন্য সদস্যদরে মতামতরে পরবির্তে এই মতকে সঠিকি মনে করবনে। পক্ষ্যান্তরে গণতান্ত্রিকি পদ্ধততিে 'অধিকাংশ সদস্যরে' মত চূড়ান্ত মত। জনগণকে এ মত মনেে চলতে হবে।

অতএব, মুসলমানরে কর্তব্য হচ্ছে- তাদরে ধর্মকে নয়িে গটৌরববোধ করা, তাদরে রবরে পক্ষ থেকেে দয়ো বধিনরে প্তর্তি আস্থা রাখা; এ বধিন তাদরে দুনয়ী ও আখরোতরে কল্যাণে যথেষ্ট এবং আল্লাহর শরয়িত বরিোধী সকল তন্ত্র-মন্ত্র থেকেে নিজিে মুক্ততা ঘোষণা করা।

শাসক ও শাসতি সকল মুসলমানরে কর্তব্য জীবনরে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বধিন মনেে চলা। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তন্ত্র বা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহকে রব হিসিবে, ইসলামকে ধর্ম হিসিবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসিবে গ্রহণ করার দাবী হচ্ছে- প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলামকে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহর শরয়িতকে সম্মান করা, নবীর আদর্শরে অনুসরণ করা।

আমরা আল্লাহর নকিট প্রার্থনা করছি তিনি যনে ইসলামরে মাধ্যমে আমাদরেকে শক্তিশালী করনে এবং ষড়যন্ত্রকারীদরে ষড়যন্ত্র নস্যাত্ করে দনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।